কন্টের বিচারবাদ:

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের জ্ঞান সম্পর্কিত মতবাদ পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহসে বিচারবাদ নামে অভিহিত। নির্বিচারে শুধুমাত্র বুদ্ধিকে বা শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে গ্রহণ না করে, কান্ট বিচার করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে এদের উভয়েরই অবদান কতটুকু। কান্টের মতবাদের নামকরণের সার্থকতা এখানেই।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো মতে আমরা জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করি অর্থাৎ জ্ঞান হলো আমাদের সহজাত। কান্টের মতে আমাদের সকল জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু হয় — এই হল কান্টের *ক্রিটিক অফ পিওর রিজন* গ্রন্থের ভূমিকার প্রথম বাক্য। অবশ্য এই উক্তি থেকে আমরা যেন এই সিদ্ধান্ত না করি যে, কান্টের মতে সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতামূলক। কেননা পরক্ষনেই তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে যদিও আমাদের সকল জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু হয় তথাপি এর থেকে এটা নিঃসৃত হয় না যে, শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা থেকেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কান্টের মতে প্রকৃত জ্ঞান আমরা তাকেই বলব যার মধ্যে এক দিকে নতুনত্ব থাকবে এবং যা হবে সার্বিক ও অনিবার্য। এইরূপ জ্ঞানকেই পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান বলা হয়। তৎকালীন দার্শনিক মহলে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, আমাদের জ্ঞান বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কান্ট দেখানোর চেষ্টা করলেন আমাদের জ্ঞান বিষইয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় না; বরং বিষয়ই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কান্টের মতে, প্রকৃত জ্ঞান ব্যাখ্যা করা যাবে না যদি আমরা প্রচলিত প্রকল্প গ্রহণ করি। তিনি চিন্তাধারার এই আমূল পরিবর্তনের মধ্যেই বিজ্ঞানের উন্নতির চাবিকাঠি খুঁজে পেলেন। দর্শনের ইতিহাসে এই অভিমত কোপারনিকীয় বিপ্লব নামে অভিহিত। কেননা ভূ-কেন্দ্রিক মতবাদ পরিত্যাগ করে সূর্য কেন্দ্রিক মতবাদ যুক্তি দিয়ে প্রচার করে কোপারনিকাস যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন— তেমনিই আমাদের জ্ঞান বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়— এই প্রচলিত প্রকল্প পরিত্যাগ করে বিষয়ই জ্ঞানের দ্বারা নির্ধারিত হয়— এই প্রকল্প প্রণয়ন করে কান্ট দাবি করেন যে, দর্শন শাস্ত্রের তিনিও এক বিপ্লব ঘটিয়েছেন যা জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপার্নিকাস প্রবর্তিত বিপ্লবের সঙ্গে তুলনীয়। এই প্রকল্প রূপায়ণে কান্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় শক্ত বা সংবেদন শক্তি ও বোধশক্তি নামক মনের দুটি বিশেষ বৃত্তি স্বীকার করেছেন।

তিনি জ্ঞানের উৎপত্তি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় শক্তি ও বোধ শক্তিকে দুটি প্রধান উৎস বলে বর্ণনা করেন। এই উৎস দুটি প্রকৃতিগতভাবে এমন যে একটি আরেকটি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; একটির কাজ অপরটির পক্ষে করা সম্ভব নয়। সংবেদন গ্রহণ করা হল সংবেদন শক্তির কাজ। অপরদিকে আমাদের বোধ হল ধারণা। বোধ শক্তি গৃহীত উপাত্তের উপর আকার আরোপ করে তাকে চিন্তনীয় বিষয় করে তোলে। ইন্দ্রিয় অনুভবের মাধ্যমে গৃহীত বাহ্যিক উপাত্তকে সংবেদন শক্তি নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু ইন্দ্রিয় শক্তি চিন্তা করতে অসমর্থ। বোধশক্তি গৃহীত উপাত্তের উপর আকার আরোপ করে তাকে চিন্তনীয় বিষয় করে তোলে। আবার চিন্তনীয় বিষয় ছাড়া জ্ঞান সম্ভব হতে পারে না, তাই বলা যায় জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় শক্তি ও বোধশক্তি উভয়ের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় শক্তি ছাড়া যেমন কোন তথ্যই মনের কাছে আসতে পারে না; তেমনি আবার বোধশক্তি ছাড়া কোন তথ্যই চিন্তনীয় হতে পারেনা।

কান্টের মতে জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা উপাদান এবং আকার পাই। উপাদানগুলি প্রথমে থাকে অবিন্যস্ত অবস্থায়। কান্ট এগুলিকে আভাস (appearance) বলেছেন। দেশ ও কাল নামক ইন্দ্রিয় শক্তি দুটি

আকারের দ্বারা আকারিত হয়ে এই অবিন্যাস্ত, বিশৃংখল আভাস আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়। দেশ ও কালের ধারণা আমাদের অভিজ্ঞতাকে সম্ভব করে তোলে। আমরা এমন কোন বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি না, যা কোন স্থানে বা কালে নেই। দেশ ও কালের আকারে আকারিত আভাসসমূহ তখনই জ্ঞানের বিষয় হয় যখন তাদের উপর বোধশক্তি আকার আরোপ করে। আমাদের বোধশক্তি এই অবিন্যস্ত উপাত্তের উপর আকার আরোপ করেই তাদের সুবিন্যাস্ত, সুশৃংখল জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে। আমাদের বোধশক্তি জ্ঞানের বিষয়কে তৈরি করে নেয়। সুবিন্যাস্ত আভাসকেই অবভাস (phenomenon) বলা হয়। কান্টের মতে আমাদের জ্ঞান অবভাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। স্বরূপত সৎ বস্তুকে আমরা জানতে পারি না। এটি অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কেননা, স্বরূপত সৎ বস্তু দেশ ও কালের অধীন নয়; তার মতে জ্ঞানের বিষয় আসল বিষয় নয়। কেননা বিষয়টিকে আমরা যে সকল ধর্মবিশিষ্ট বলে জানছি সেগুলো আসলে আরোপিত ধর্ম, বস্তুগত ধর্ম নয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যদিও কান্টের মতে পরিদৃশ্যমান এই জগত আমাদের বোধশক্তির তৈরি; এটি আসল জগৎ নয়। তথাপি এমন ভাবা ঠিক হবে না কান্টের মতে এই অবভাসের জগত আমাদের অলীক কল্পনা মাত্র। কেননা, যে সকল জ্ঞানের আকার (দেশ ও কাল নামক ইন্দ্রিয় শক্তির আকার ও বোধ শক্তি আকার) দিয়ে এই জগৎ তৈরি সেগুলি হল অবশ্যস্বীকার্য সার্বভৌম জ্ঞানের আকার। সেকারণেই পরিদৃশ্যমান এই জগৎ আমাদের সকলের কাছে সমানভাবে প্রতিভাত হয়। আমরা সকলেই একই জগৎকে জানছি। জ্ঞানের আকারগুলিকে সার্বভৌমিক বলার অর্থ হল এগুলি সকলের মধ্যে সমানভাবে ক্রিয়া করে।